মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা	পুরুল্যা	৩ এপ্রিল, ২০২৪, বুধবার	২০ চৈত্র, ১৪৩০	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 3 Issue	Purulia	3 April, 2024, Wednesday	20 Chaitra, 1430	Price- Rs.3.00	

বাড়ি, চাষের জমিও নষ্ট হয়েছে, প্রশাসন দেখছে, জানালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ ঝড়ের কারণে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ছোট বড় মিলিয়ে মোট পাঁচ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া বেশ কিছু চাষের জমিতেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসন বিষয়টি দেখছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জারি রয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। তার মাঝে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে কোনও ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁর প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির চালসার গৌরীগ্রাম এলাকার মার্সি ফেলোশিপ চার্চের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সুপ্রিমো অনিত থাপা। সেই বৈঠকের পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা। ঝড় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মমতা বলেন, "পাঁচ হাজার বাড়ি নষ্ট হয়েছে। কোনও কোনও বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কোনও বাড়ি অর্ধেক ভেঙেছে, আবার কোনও বাড়িতে অল্প ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সব মিলিয়ে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে পাঁচ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ঝড়ে। আমি এই দু'দিনে সেটাই দেখছিলাম। তিন জেলা নিয়েই প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। বেশ কিছু চাষের জমিও নষ্ট হয়েছে। প্রশাসন সেগুলো দেখবে।" কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে চা বাগানের কর্মীদের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, "এখানে বহু চা বাগান আছে, যেখানে ওঁরা ছোট ছোট ফার্মিং করেন। কেন্দ্র তা বন্ধ করে দিয়েছে। মালিকদের বলে ওঁদের থেকে চা কেনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি মলয়কে (মন্ত্রী মলয় ঘটক) বলেছি, ও এসে বৈঠক করবে। আমরা চা শ্রমিকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করব। পাট কেনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাট শিল্পে বাংলা এক নম্বর। আমি এটা বন্ধ হতে দেব না।" এ বিষয়ে অনিতের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, রবিবার বিকেলে ঘূর্ণিঝড়ে জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে পাঁচ জন মারা গিয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। আহতের সংখ্যা শতাধিক। রবিবার রাতেই জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন মমতা। ঘুরে দেখেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। মৃতদের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি।

অপসারণে প্রশ্ন তুললেন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্রের স্বামী আইপিএস সৌম্য রায়ের বদলি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ বিধায়ক হলে তাঁর স্বামী অফিসার থাকতে পারবেন না কেন এই প্রশ্ন তোলেন তিনি। লাভলির স্বামীকে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, "কেন্দ্রের ক'জন অফিসারকে এই সব কারণে সরানো হয়েছে?" উত্তরবঙ্গে ঝড়-পরবর্তী পরিস্থিতি তদারকির জন্য মমতা এই মুহূর্তে জলপাইগুড়িতে আছেন। সেখান থেকেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে লাভলির স্বামীর বদলির প্রসঙ্গ ওঠে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে মমতা বলেন, "কেউ বিধায়ক হলে তাঁর স্বামী অফিসার থাকতে পারবেন না? এটা কোনও খাতায় লেখা আছে? আমি কমিশন নিয়ে কোনও কথা বলব না। আমি সুবিচারের কথা বলব। ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতর যা করছে, বিজেপির মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কত কেস? কোন কেসটা নেই? কতগুলির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হয়েছে?" তিনি বলেন, "আপনি চিকিৎসক, আপনার স্ত্রী ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না? স্ত্রী অধ্যাপক হলে তাঁর স্বামী ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না? এ আবার কী কথা? সৌম্য তো আইপিএসের চাকরি পেয়েছে বিয়ে করার অনেক আগে। বিজেপি যা বলবে তা-ই শুনতে হবে? বিজেপির দালালির জন্য একটা ভাঁওতাবাজ সরকার তৈরি হয়েছে। শুধু মিথ্যা কথা বলে। এটা তো রাজ্যের ভোট নয়"।

এনকাউন্টারে হত ন'জন মাওবাদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে হত নয় মাওবাদী। মঙ্গলবার ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুর জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। সকাল ৬টার দিকে লেন্দ্রা গ্রামের কাছে মাওবাদী বিরোধী অভিযানে নামে নিরাপত্তাবাহিনীর যৌথ দল। ডিসট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, সিআরপিএফ এবং কোবরা বাহিনীর সদস্যরা সেই দলে ছিলেন।

মঙ্গলবার সকালে বিজাপুরের লেন্দ্রা গ্রামের কাছে মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর পৌঁছয় পুলিশের কাছে। সেই খবর পেয়েই মাওবাদী দমন অভিযানে বেরোয় যৌথবাহিনী। যৌথবাহিনী অভিযান চালানোর সময় তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় মাওবাদীরা। পাল্টা গুলি চালায় নিরাপত্তাবাহিনীও। এনকাউন্টার শুরু হয়ে যায়। দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষণ ধরে গুলির লড়াই চলে। তার পর সব শান্ত হয়ে যায়। মাওবাদীদের দিক থেকে আর কোনও গোলাগুলি ছুটে না আসায় যৌথবাহিনী এগোতে শুরু করে। সেই সময়েই ন'জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করে তারা।

এনকাউন্টারের পরে নিরাপত্তা কর্মীরা একটি মেশিনগান এবং অন্যান্য অস্ত্র-সহ বেশ কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে। এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। বস্তার এলাকার বিজাপুর মাওবাদীদের 'গড়' হিসাবে পরিচিত। পুলিশকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, এ বছর এখনও পর্যন্ত বস্তার অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় ৪১ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে।

ভোটের আগে মহুয়ার বিরুদ্ধে নতুন মামলা ইডির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের আগে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে নতুন মামলা দায়ের করল ইডি। সংসদে ঘুষ নিয়ে প্রশ্নের মামলায় মঙ্গলবারই তৃণমূলের কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ওই মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এ দায়ের করা হয়েছে মামলাটি। গত সপ্তাহেই মহুয়াকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু ইডির সমনে সাড়া না দিয়ে মহুয়া জানিয়েছিলেন, তিনি ভোটের আগে তাঁর কেন্দ্র কৃষ্ণনগরেই থাকবেন এবং সেখানে ভোটের প্রচার করবেন। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নতুন করে সমন জারি করেছে মহুয়া এবং তাঁর পরিচিত দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিকে। ইডি সূত্রে খবর, দু'জনকেই বিদেশি মুদ্রা বিনিময় (ফেমা) আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। এদিকে, তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী দক্ষিণবঙ্গে। পাল্লা দিয়ে চড়ছে ভোটের উত্তাপ। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র ঝড় তুলেছেন প্রচারে। রাত-দিন এক করে জনসংযোগ করছেন। প্রচারে পিছিয়ে নেই বিজেপিও। বিধানসভার পর মণ্ডল ভিত্তিক জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি। কিন্তু তাদের সঙ্গে নেই প্রার্থী! বিজেপির একটি সূত্রে খবর, সোমবার থেকে কলকাতায় আছেন কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়। অন্য দিকে, সমাজমাধ্যমে তৃণমূল কর্মীদের দাবি, "বোলতার কামড়ে অসুস্থ হয়ে 'রানিমা' কৃষ্ণনগর ছেড়েছেন।" বিজেপির অবশ্য দাবি, 'একান্ত ব্যক্তিগত' কাজে কলকাতায় গিয়েছেন তাঁদের প্রার্থী। মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর লোকসভার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার সাধনপাড়া-২ এবং সাধনপাড়া-১ অঞ্চলে বুথভিত্তিক কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ভোটারদের সঙ্গে জনসংযোগ করছেন মহুয়া। কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করতে দেখা গেছে মহুয়াকে, কোথাও চড়া রোদে রাস্তায় হেঁটে ভোটারদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন তিনি। দু'দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার দু'টি পঞ্চায়েত এলাকা কার্যত চষে ফেলেছেন তৃণমূল প্রার্থী। কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মিডিয়া কনভেনারের দাবি, তৃণমূলের তরফে রাজবাড়ির সদস্যাকে নিয়ে অপপ্রচার হচ্ছে।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

ট্রাম্পের কোম্পানির শেয়ারের দাম কমল ২১%

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানির শেয়ারের দাম ২১ শতাংশ কমেছে। গত সপ্তাহে শেয়ারবাজারে অভিষেকের পর কোম্পানিটির শেয়ারের দাম যতটা বেড়েছিল, এখন তা কমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানিটির পক্ষে আর্থিক দায় মেটানো কঠিন হবে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানি ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপ (টিএমটিজি) ক্ষতির মুখে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে তারা জানিয়েছে, ২০২৩ সালে তাদের ক্ষতি হয়েছে ৫৮ মিলিয়ন বা ৫ কোটি ৮০ লাখ ডলারের বেশি। এ খবর জানাজানির পর এক দিনেই কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ২১ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে এবারও ট্রাম্প অনেকটা এগিয়ে। গত ২৬ মার্চ ট্রাম্পের এই কোম্পানির শেয়ারবাজারে অভিষেক হয়। সমর্থকদের আগ্রহের কল্যাণে প্রথম দিনেই শেয়ারের দাম ৫৮ ডলারে উঠে যায়। কিন্তু গতকাল ট্রাম্পের কোম্পানি তাদের আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করলে শেয়ারের দাম ২১ শতাংশ বা ১৩ দশমিক ৩০ ডলার কমে ৪৮ দশমিক ৬৬ ডলারে নেমে আসে। শেয়ারবাজার বিশ্লেষণকারী সংস্থা ইনসাইডার ইন্টেলিজেন্সের বিশ্লেষক রস বেনেস রয়টার্সকে বলেন, ট্রুথ সোশ্যালের শেয়ার অতিমূল্যায়িত, এমন কথা প্রকাশিত হওয়ার পর কোম্পানিটির উজ্জ্বল অভিষেক আর টেকসই হচ্ছে না। কোম্পানিটি এখনো মুনাফা অর্জন করতে পারেনি, তাদের রাজস্ব আয়ও কম। এই কোম্পানিতে ট্রাম্পের শেয়ার প্রায় ৫৯ শতাংশ, সংখ্যাগত দিক থেকে তা ৭ কোটি ৮৭ লাখ। গত সপ্তাহে যখন এই শেয়ারের দাম তুঙ্গে, তখন ট্রাম্পের শেয়ারের বাজারমূল্য ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়, যদিও এখন তা কমে গেছে। তবে ট্রাম্প আগামী ছয় মাস নিজের শেয়ার বিক্রি বা তার বিপরীতে ঋণ করতে পারবেন না। তিনি এই বন্দোবস্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করলে শেয়ারের দাম আরও কমে যেতে পারে। স্টকের দাম কমে যাওয়ার পরও এই কোম্পানির বাজার মূলধন এখনো ৬০০ কোটি ডলারের বেশি, যেখানে আরেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রেডিটের বাজার মূলধন ৮০০ কোটি ডলারের কিছু বেশি। হাইপ ও বিনিয়োগকারীদের উৎসাহের ওপর ভর করে টিএমটিজির অভিষেক দারুণ হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকসহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তা থেকে তা এখনো অনেক দূরে।

ভারতীয় শেয়ার ছেড়ে আবার চীনের দিকে ঝোঁক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ ভারতীয় শেয়ার কিনুন, বিক্রি করুন চীনা শেয়ার—ভারতের শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের এই কৌশল এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। ভারতের শেয়ারবাজার কয়েক বছর ধরেই ভালো করছে, সেই তুলনায় চীনের শেয়ারবাজার অতটা ভালো অবস্থায় ছিল না। এই বাস্তবতায় অনেক বিনিয়োগকারী ভারতের শেয়ারবাজারে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেই ধারার অবসান হতে শুরু করেছে। ব্লুমবার্গের সূত্রে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, চীন অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দিচ্ছে, সে কারণে বিনিয়োগকারীরা তাদের পুরোনো প্রিয় বাজার চীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁদের মনে আশাবাদ, অর্থনীতি চাঙা করতে বেইজিং যে প্রণোদনা দিচ্ছে, তাতে চীনের শিল্প খাতের মুনাফা বাড়বে, উৎপাদনও বাড়বে। বিনিয়োগকারীদের এই প্রবণতায় বোঝা যাচ্ছে, চীনের বাজারের বিষয়ে তাঁরা ক্রমেই আরও আশাবাদী হয়ে উঠছেন। ওয়াল স্ট্রিটের বড় ব্যাংকগুলো এখনো মনে করে, আগামী এক দশক বিনিয়োগকারীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার হবে ভারতের শেয়ারবাজার, যদিও বিনিয়োগকারীরা এ বিষয়ে সতর্ক যে ভারতের বাজারে তালিকাভুক্ত অনেক কোম্পানির স্টক অতিমূল্যায়ন হচ্ছে। সেই সঙ্গে নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাজার অস্থিতিশীল হতে পারে। তহবিল ব্যবস্থাপনা কোম্পানি ল্যাজার্ড অ্যাসেটের উদীয়মান বাজার বিভাগের প্রধান জেমস ডোনাল্ড বলেছেন, চীনের বাজারে শেয়ারের দাম কমতির দিকে থাকলেও সেখানে বিনিয়োগের যৌক্তিকতা বেড়েছে। তিনি বলেন, 'চীনে ল্যাজার্ড অ্যাসেটের যে স্টক আছে, তা বাজারের সূচকের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু ভারতের বাজারে স্টকের অতিমূল্যায়নের কারণে আমাদের স্টক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা আছে।' বিনিয়োগ যে চীনে সরে যাচ্ছে, তার লক্ষণ এখন দেখা যাচ্ছে। যদিও অনেকে মনে করছেন, বিষয়টি নিছক কৌশলগত। ভারতের প্রবৃদ্ধি নিয়ে ইতিবাচক পূর্বাভাস ও নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় দফা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করছেন, বিনিয়োগ আবার ভারতে ফিরবে। সংবাদে বলা হয়েছে, উদীয়মান দেশের তহবিল এখন ক্রমবর্ধমান হারে চীনের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ হচ্ছে। একই সময়ে ভারতের বাজারে তাঁরা বিনিয়োগ কমাচ্ছেন। বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীরা মূলত হংকংয়ের সূত্রে চীনের স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করছেন। গত বছরের জুন-জুলাই মাসের পর এই প্রথম এই প্রবণতা আবার দৃশ্যমান হচ্ছে। ভারতের শেয়ার সূচকের উত্থান কিছুটা কমে গেলেও গত ফেব্রুয়ারি মাসের পর এমএসসিআই চায়না ইনডেক্স বা সূচক গত ফেব্রুয়ারি মাসের পর দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। এই বাস্তবতায় উদীয়মান দেশগুলোর তহবিল ব্যবস্থাপনা কোম্পানিগুলো এখন ভারতের বাজার থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে চীনের বাজারে নিতে শুরু করেছেন। মার্চ মাসে চীনের উৎপাদন কার্যক্রম গত ১৩ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গতিতে বেড়েছে। এক বেসরকারি জরিপে বলা হয়েছে, ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে আত্মবিশ্বাস ১১ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। দেশটির ভেতরে ও বাইরে থেকে ক্রেতাদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদনে গতি এসেছে।

সোনা (১০গ্রাম): ৬৮৪৩১
রূপা (১ কেজি) : ৭৪৯৩১
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৩৭

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৯০৩.৯১
নিফটি—	২২৪৫৩.৩০
ন্যাসডাক—	১৬৩৯৬.৮৩
এ.সি.সি—	২৬৪৮.৭৫
ভারতী টেলি—	১২০৮.৪০
ভেল—	২৫২.২০
এল এন্ড টি —	৫৫৮৫.০০
টাটা মোটর্স—	১০০৪.৩০
টি.সি.এস. —	৩৮৮২.৬০
টাটা স্টিল—	১৬৪.৬৫
ডাবর —	৫৩১.৮৫
গোদরেজ —	৭৯৯.৬৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৪৭৯.৯৫
আই.টি.সি.—	৪২৫.৮০
ও.এন.জি.সি.—	২৭২.২৫
সিপলা —	১৪৮৮.৭৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৩০৭.৮৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৫২৮.১০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১০৮২.৫০
সেল—	১৪৭.৮৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৬৭.৩৫
সিমেন্স—	৫৫৮৮.১৫
ফাইজার—	৪৩৮১.৩৫
ইউনিটেক—	১২.৩৫
উইপ্রো—	৪৮১.২০
ডা. রেড্ডি–	৬২৪২.৭০
মারুতি—	১২৫৫১.৩৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৫১.০৫
টি সি আই —	৮৫৪.০০
মহানগর টেলি —	৩৫.৫৫
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২৩৭.৮০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজকের দিন

আজ ৩ এপ্রিল

১৭৮৩ ওয়াশিংটন আরভিং-এর জন্ম। ইনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক উল্লেখযোগ্য লেখক। ওয়াশিংটন আরভিন একজন প্রবন্ধকার ও গল্পলিখিয়ে হিসেবে নাম করেছিলেন। ইতিহাসেও তাঁর বিশিষ্ট একটি মূল্যবান লেখা আছে। তাঁর বইগুলির মধ্যে দিয়েত্রিচ ক্যালেকেবের্কার্স, হিস্ট্রি অব নিউইয়র্ক, দ লিজেন্ট অব শ্লিপি হলো, রিপ ভ্যান উইঙ্কল ইত্যাদি। শেষ বইটি এখনও পর্যন্ত একটি মূল্যবান সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। রিপ ভ্যান উইঙ্কল এক স্বপ্ন দেখা লোকের কাহিনী। এই লোকটি বহুদিন ঘুমিয়ে থাকার পর হঠাৎ উঠে দেখে সব কিছু বদলে গেছে। এই বদলে যাওয়া পৃথিবীতে মানিয়ে দেওয়ার সমস্যাই এই গল্পের প্রধান বিষয়। বইটি এখন আরভিং-এর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। **১৮৯৭** জোহান্স ব্রামসের মৃত্যু। তিনি ছিলেন এক জার্মান সুরকার এবং পিয়ানো বাদক। তাঁর বিখ্যাত সুর সৃষ্টিগুলির মধ্যে আছে নানা ধরনের গান, সিমফনি। তাছাড়া রিকুইলেম, হাঙ্গারশিয়ান ডেনস ইত্যাদি কনসার্ট। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। তবে জার্মানদের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরেই ছিল ব্রামস তাতে নতুন কোনও সংযোজন করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর সময়ই বহু সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার জন্মেছিলেন যারা এই ক্ষেত্রে জার্মানির ঐতিহ্যকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থাপন করতে পেরেছেন।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯০৪

১	২		৩	৪		৫	
৬		৭		৮	৯		
	১০		১১				
১২			১৩	১৪		১৫	
	১৬	১৭				১৮	
				১৯	২০		
২১	২২		২৩		২৪		২৫
			২৬			২৭	

পাশাপাশি ঃ- ১) বর্তুলাকার ৩) বুটের গুঁড়ো ৬) মিথ্যা প্রচার ৮) চিনি ও কাগজি দিয়ে তৈরি পানীয় ১০) ..... কোন গগনে উড়ে চলে ১২) পোড়ানো ১৩) দরজার গায়ে লাগানো কামারশালায় তৈরি লোহার কবজা বিশেষ ১৬) চলচলাট ১৮) উল্টে সাজ ১৯) ললাট ২১) ঐক্যমত ২৪) মানুষ ২৬) চল ২৭) নিম্নাংশ।

উপরনীচ ঃ-১) কবরস্থান ২) ভ্রমণকালে সঙ্গের বেডিং পত্র ৪) কথায় বলে ব্রাহ্মণের রাগতো এর আগুন যেমন ৫) উত্তাপ ৭) নর্দমা ৯) রঙ্গবাজ ১১) শিবিকা বাহক ১৪) সমতুল্য ১৫) লাজে রাঙ্গা ১৭) এতো ধর্মের কথা শোনে না ২০) প্রান্ত ভাগ ২২) ভগ্নাংশের এক অংশ ২৩) নৌকা ২৫) তাকত

উত্তর - ৫৯০৩

পাশাপাশি ঃ-১) সমর। ৩) বর্দ্ধক। ৫) টহল। ৬) বাহানা। ৮) কাদা। ১১) রসরাজ। ১৩) থানাদার। ১৬) গণ। ১৭) সনকা। ২০) ধূসর। ২১) মামুলি। ২২) বহাল। **উপরনীচ** ঃ- ১) সধবা। ২) রটনা। ৩) বলকার। ৪) কটি। ৭) হায়না ৯) দাস। ১০) লাজ। ১২) রাজন। ১৩) থাবা। ১৪) দাগ। ১৫) রনধূলি। ১৭) সরব। ১৮) কাহিল। ১৯) মামা।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

২০ চৈত্র, ভাঃ ১৩ চৈত্র, **৩ এপ্রিল** ২০ চ'ত, সংবৎ ৯ চৈত্র বদি, ২৩ রামজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৯। **বুধবার,** নবমী দিবা ঘ ১।৪৭ মিঃ। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৭ মিঃ। শিবযোগ দিবা ঘ ১২।২২ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ১।৪৭ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৫০ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**–মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রে দশা। **মৃতে**–দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**- পূর্ব্বে, দিবা ঘ ১।৪৭ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি**-ঘ ৮।৩৭ গতে ১০।৯ মধ্যে ও ১১।৪১ গতে ১।১৩ মধ্যে । **কালরাত্রি**-ঘ ২।৩৭ গতে ৪।৫ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ১।৪৭ গতে দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ।। **বিবিধ**-নবমীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ-বিবাদে জড়িত। **বৃষ**-অঘটন। **মিথুন**-অপত্যহানি। **কর্কট**-ধনবৃদ্ধি। **সিংহ**- সাফল্যলাভ। **কন্যা**-মানসিক চিন্তা। **তুলা**-শুভ প্রয়াস। **বৃশ্চিক**-অশান্তি। **ধনু**-অপব্যয়। **মকর**-বিরোচিত কার্য্য। **কুম্ভ**- উদ্যম বৃদ্ধি। **মীন** - মনস্তাপ।

আগামীকাল

মেষ-যশবৃদ্ধি । **বৃষ**-পরার্থে ক্ষতি। **মিথুন**-চিত্তচাঞ্চল্য। **কর্কট**-ক্রোধান্বিত। **সিংহ**- ব্যবসায়লাভ। **কন্যা**-বিরাগ ভাজন। **তুলা**-বিরোধীতা। **বৃশ্চিক**-পরার্থে ক্ষতি। **ধনু**-সৎকর্ম্মে অংশগ্রহণ। **মকর**-পিতার স্বাস্থ্যহানি। **কুম্ভ**- তীর্থভ্রমণ। **মীন** - আয়বৃদ্ধি।

জেলায়-জেলায়

সৌমিত্রর সামনে বিজেপি কর্মীদের মার, প্রাক্তন স্বামীকেই দুষলেন সুজাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২ এপ্রিলঃ ভোট প্রচারে গিয়ে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁয়ের কনভয় আটকে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে তৃণমূল এই হামলা চালিয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। পাল্টা তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল দাবি করেছেন, সৌমিত্র নিজেই বিজেপি কর্মীদের মার খাইয়েছেন ফুটেজ পাওয়ার জন্য। এই ঘটনায় পাত্রসায়ের থানায় গিয়ে কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন সৌমিত্র খাঁ।

বিজেপির অভিযোগ, গতকাল পাত্রসায়ের থানার বেলুট গ্রামে বিজেপির ভোট প্রচার এবং দলীয় একটি কর্মসূচির কথা ছিল। সেখানে যোগ দেওয়ার জন্য সৌমিত্র খাঁ এবং সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি যাচ্ছিলেন। সেই সময় বেলুট গ্রামে ঢুকতেই রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা অঞ্চল সভাপতি তাপস বারি অন্যান্য কর্মীদের দিয়ে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁয়ের গাড়ি ও কনভয় আটকে হামলা চালান। এরপরই দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারপিট হয়। বিজেপির অভিযোগ, সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি কনভেনার তাপস মিত্র সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এর পরেই সেখানে পুলিশ কর্মীদের দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে যান বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। তিনি পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিতে থাকেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে দলীয় কর্মীদের এবং আহতদের সঙ্গে নিয়ে সোজা পাত্রসায়ের থানায় গিয়ে হাজির হন সৌমিত্র খাঁ। থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে সমস্ত ঘটনা তিনি মৌখিকভাবে জানান।

অন্যদিকে, পালটা তৃণমূলের অভিযোগ, রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি তথা প্রাক্তন প্রধানকেই মারধর করেছে বিজেপি। তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল আবার দাবি করেন, সৌমিত্র নিজেই দুষ্কৃতীদের সাহায্যে নিজের দলের কর্মীদের মার খাইয়েছেন। এটা দেখিয়ে তিনি সহানুভূতি পেতে চায়ছেন। সুজাতা মণ্ডল আরও বলেন, 'বিজেপি কর্মীরা আপনারা সাবধান হন আপনারা যার জন্য ঘুরছেন তিনি নিজের স্বার্থে নিজের দলের লোকদেরকেই মার খাইয়ে দেবেন। ওনাকে বিশ্বাস করবেন না ভরসা করবেন না।' তৃণমূল প্রার্থীর বক্তব্য, পুলিশের উচিত ওঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া।

ইসিএলে দুর্ঘটনায় মৃত দুই শ্রমিক, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২ এপ্রিলঃ চাকা মেরামত করতে গিয়ে ইসিএলের খনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। খনিগর্ভের ভিতরে দু'হাজার ফুট নীচে পড়ে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। ইসিএল-এর সোদপুর এলাকার চিনাকুড়ি এক/দুই নম্বর খনির ঘটনা। ইসিএল-এর এই খনিটি রয়েছে কুলটি বিধানসভা এলাকায়। জানা গিয়েছে, খনিতে নামার যে ডুলি থাকে, তারই যন্ত্রাংশ মেরামতির কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। সেই সময় আচমকা যন্ত্রাংশ ভেঙে পড়ে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের। মৃতের নাম অশোক বাউরি। অন্য আর একজন শ্রমিক প্রায় ২২০০ ফুট নীচে খনিগর্ভে আছড়ে পড়েন। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয় ঘণ্টা দুয়েক পর। মৃতের নাম অনিল যাদব। এই ঘটনায় আরও তিনজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাঁদের ইসিএল-এর সাকতোরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। জানা গিয়েছে, যাঁরা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন, তাঁরা ইসিএল-এর স্থায়ী শ্রমিক নন, তাঁরা ঠিকা শ্রমিক। জানা গিয়েছে, ঠিকা শ্রমিকদেরই ওই বিপজ্জনক খনির চাকার উপর পাঠানো হয়েছিল। যদিও সকলেরই সেফটি বেল্ট ছিল। কিন্তু খনির যন্ত্রাংশ এতটাই জং ধরেছিল যে তা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তা ভেঙে যেতেই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা গোটা ঘটনায় নিরাপত্তার অভাবের অভিযোগ তুলেছেন। পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

মৃতদেহ দুটি সাকতোরিয়া হাসপাতালে পাঠানোর পর আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় ময়নাতদন্তের জন্য। তবে ঘটনার পর খনি চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে চরম উত্তেজনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কুলটির বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার। তিনি এই ঘটনার জন্য ইসিএল-কেই দায়ী করেছেন। তিনি দাবি করেন শ্রমিকদের সেফটি বেল্ট ছিল না।

এইমসে চাকরি দেওয়ার নামে ৭২ লক্ষ টাকার প্রতারণা, ৪ জন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২ এপ্রিলঃ কল্যাণী এইমস চাকরি দেওয়ার নাম করে ৭২ লক্ষ টাকার প্রতরণার পর্দা ফাঁস করলো হরিপাল থানার পুলিশ। প্রতারণার অভিযোগে ইতিমধ্যেই চার জনকে গ্রেফতার করেছে হরিপাল থানার পুলিশ। এই প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত আরও বেশ কিছু প্রতারকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এদিন হরিপাল থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায়। পুলিশ সুপার জানান, বেশ কিছুদিন আগেই চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ জমা পড়ে হরিপাল থানায়। এরপরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ তদন্তে উঠে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত প্রথমে বাপ্পা রাউৎ নামে এক ব্যক্তিকে নদিয়ার কল্যাণী থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত মাসের ১৯ তারিখ বাপ্পা রাউতকে আদালতে পাঠায় পুলিশ।বাপ্পা রাউতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত দীপক দাস নামে আরও এক ব্যক্তিকে দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুই প্রতারকের খোঁজ পায় পুলিশ। এমডি বাসার ও সুপ্রিয় বিশ্বাস নামে দুজনকে তমলুক ও রানাঘাট থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে জেল হেফাজতে আছে বাপ্পা রাউত এবং বাকি তিনজনকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত গতি আনতে বা এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত তাদের খোঁজ পেতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে নিয়োগপত্র সম্পর্কিত বেশ কিছু জাল নথি, ভুয়া নিয়োগপত্র, দুটি মোবাইল সহ একটি চার চাকার গাড়ি। অভিযুক্তরা নিজেদের কল্যাণী এমসের কর্মচারী এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে পরিচয় দিয়ে গোটা রাজ্যেই জাল বিছিয়ে ছিল বলে দাবি পুলিশের।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায় আরও জানান, শুধু হুগলি জেলায় নয়, পুরো রাজ্যেই এই প্রতারণার জাল ছড়িয়ে রয়েছে প্রতারকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করছেন! ঃ শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিলঃ বঙ্গ বিজেপিতে সুকান্ত-জমানা শুরুর আগে তিনিই ছিলেন পদ্ম শিবিরের রাজ্য সংগঠনের হর্তাকর্তা। মাঠে-ময়দানে থেকে লড়াই করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অনেকেই বলে থাকেন, বাংলার রাজনীতিতে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আজকের দিনে যে উল্কাগতির উত্থান দেখছে, তার বীজ বপন হয়েছিল দিলীপ-জমানার সময় থেকেই। এসবের মধ্যেই আজ দিলীপ ঘোষ মন্তব্য করেন, 'তৃণমূলের বিরুদ্ধে তো আমিই লড়াই করেছি। আর কে পশ্চিমবাংলায় লড়াই করেছে!' বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর এই মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। তিনি অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। প্রশ্ন শুনেই শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করছেন, ওসব হবে না।'

মেদিনীপুরের বিদায়ী সাংসদ দিলীপ ঘোষকে এবার প্রার্থী করা হয়েছে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে। আজ দুপুরে তিনি পূর্ব বর্ধমানের সাতগাছিয়ায় জনসংযোগে নেমেছিলেন। সেখানেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্যমের কথা বলার সময় দিলীপ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের বিরুদ্ধে তো আমিই লড়াই করেছি। আর কে পশ্চিমবাংলায় লড়াই করেছে! সিপিএম-কংগ্রেস ছিল, এখন সেটিং। বলছে চিরদিন সেটিং করেছে, তাই দোকান উঠে গেল।'

দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য নিয়ে আজ কলকাতা বিমানবন্দর চত্বরে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। যদিও দলের বর্ষীয়ান নেতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। বরং বিজেপির সকলেই যে নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে লড়াই করছে, সেটাই বুঝিয়ে দিতে চাইলেন বিরোধী দলনেতা। কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললেন, 'উনি আমাদের সিনিয়র লিডার। তাঁর কথার উত্তর আমাকে ওই ভাবে দিতে হবে কেন? আপনারা ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করছেন, ওসব হবে না। সবাই মোদী-বাহিনীর সেনা।'

দিলীপের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাঁকুড়ার বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের প্রার্থী সুভাষ সরকারকেও। তাঁর অবশ্য ব্যাখ্যা দিলীপ ঘোষ 'আমি' বলতে সমষ্টিগতভাবে 'বিজেপির' কথা বোঝাতে চেয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের বক্তব্য, "দিলীপবাবু যে 'আমি' বলেছেন, এই 'আমি'-র মানে হল বিজেপি। বিজেপি লড়াই করেছে। নিশ্চয়ই তিনি সত্য কথাই বলেছেন।"

পৃথক পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান ও হুগলি, ২ এপ্রিলঃ পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় বড়সড় দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে বিরুডিহার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল কয়লাবোঝাই ট্রাক। একাধিক পথচারী ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন। তাঁদের মধ্যে দু'জন মারা গেছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি কয়লাবোঝাই বড় ট্রাক ১৯ নং জাতীয় সড়কের কাঁকসার বিরুডিহা ওভারব্রিজ থেকে নামার পরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের রাস্তায় উল্টে যায়। সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সাইকেল আরোহী–সহ বেশ কয়েকজন। তাঁরা ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। পুলিশ সূত্রে দাবি, ট্রাকের নিচে বাইক আরোহী–সহ তিন জন চাপা পড়েছিলেন। একজনের মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলেই। বাকিদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও একজন মারা যান। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এখনও ৫ থেকে ৭ জন ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে রয়েছেন।

অন্যদিকে, মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল সাইকেল আরোহীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ধনিয়াখালিতে। মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের দাবিতে চলে বিক্ষোভ। মৃতের নাম বনমালি ভান্ডারী (৫০)। পেশায় মাছ বিক্রেতা। বাড়ি দেধারা গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোর রাতে কাঁড়াখুলি গ্রামের কাছে। জানা গেছে, ধনিয়াখালির সোমসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁড়াখুলি গ্রামে মাটি কাটার কাজ চলছিল। একটি ট্রাক্টর মাটি নিয়ে যাওয়ার সময় সাইকেল আরোহী বনমালিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে, গ্রামবাসীদের অভিযোগ বেআইনিভাবে মাটি কাটার কাজ চলছে। খবর পেয়ে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মৃতদেহ ও ঘাতক ট্রাক্টরটিকে আটকে রেখে পুলিশের সামনে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। ট্রাক্টর চালক পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারির পাশাপাশি মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানায় গ্রামবাসীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অনুমতি নিয়ে মাটি কাটা হচ্ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

কমিশনের ছেঁদো যুক্তি

ইভিএম নিয়ে বিরোধী দলের নেতারা তো বটেই, সুপ্রিম কোর্টের অধিকাংশ উকিল বাবুরা ইভিএম নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। কয়েকটি সংস্থা এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নোটিশও দিয়েছে। সেই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন পাপার কাছে কি নির্দেশ পায় এবং ছেঁদো যুক্তি খাড়া করে তার জবাব দেয় এটা জানার অপেক্ষা। বিরোধীদের দাবী উড়িয়ে দিয়ে বিরোধী নেতাদের সাথে কমিশন দেখা করতেও নারাজ। ভোট শুরু হয়নি তার আগে থেকেই বিরোধীদের সাথে কমিশনের অসহযোগিতা মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কমিশনের যুক্তি সব ভিভি প্যাট যদি মেলাতে হয় তাহলে ফলাফল ঘোষণায় অনেক সময় লেগে যাবে। এ থেকে ছেঁদো যুক্তি আর হয় না। একদিকে তিন মাস ধরে নির্বাচন করছে, অপ্রয়োজনীয় দফা বাড়িয়ে শুধুমাত্র শাসকদলের সুবিধা করে দিতে সবাই বুঝতে পারছেন তবু যুক্তি খাড়া করছে নির্বাচন কমিশন। তিন মাস ধরে যদি নির্বাচন হতে পারে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে সারা দেশে যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা যেতে পারে, শাসক দলকে অনেক আগে থেকে প্রচারে সুবিধা করে দেওয়া এবং পাপা থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের দিন ঘোষণা না করা সবই প্রমাণ করে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন নয়, সরকারের নির্দেশ মত কাজ করে। নির্বাচন যদি তিন মাস ধরে হয়, তাহলে ভোট গণনা একমাস ধরে হলেই ক্ষতি কি? নির্বাচন মানেই তো যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ যতদিন খুশি চলতে পারে। এতে সেনাপতিদের আপত্তি নেই, জওয়ানদের আপত্তি কেন?

ইভিএম ইলেকট্রনিক যন্ত্র। সেই যন্ত্র মানুষ তৈরী করে। মানুষই প্রোগ্রামিং করে। সবই যদি মানুষ করেন তাহলে ইভিএম ম্যানেজ করা যাবে না নির্বাচন কমিশনের এই দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে ভিভিপ্যাট গুলি কেনা হয়েছে। সেগুলি ব্যবহার করা হবে না কেন? ব্যবহার না করে শাসকদলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার যে চক্রান্ত নির্বাচন কমিশন বার বার করে যাচ্ছে তার অন্ত হওয়া উচিত। একমাত্র সুপ্রিম কোর্টই ভরসা। সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে বাধ্য করতে পারে প্রত্যেকটি ভিভিপ্যাট গুণতি করতে হবে এবং তা ফলাফলের সময় পর্যন্ত নিরাপদ অবস্থায় রাখতে হবে। মেলাতে হবে যে দলকে কোন ভোটার ভোট দিয়েছেন সেই ভোট সেই দলের পক্ষে গেল কি না? এখানে কমিশনের পাঁয়তারামি সহ্য করা যায় না। কমিশনও চলে জনগণের টাকায়। বেতনভোগী কর্মচারী ওরা। জনগণ যেরকম চাইবেন তাই করতে বাধ্য তারা। দেখতে হবে সরকারী উকিল এবং নির্বাচন কমিশনের উকিল সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে সহযোগিতা করছে কিনা নাকি স্টেট ব্যাঙ্কের মতই আর্জি জানাবে এক বছর সময় দেওয়ার। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা সেই অবস্থায় কি করেন দেখার অপেক্ষায় দেশের মানুষ।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্মযোগের তত্ত্ব

কর্মের দ্বারা পরমাত্মার যোগ (নিত্যসম্বন্ধ) কখন হবে? যখন আমরা নিজেদের জন্য কোনো কর্ম করব না। খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, জাগা-ঘুমানো, চিন্তন করা, ভজন-ধ্যান এবং সমাধিস্থ হওয়া—কোনোটাই নিজেদের জন্য একেবারেই করবেন না, তাহলেই কর্মযোগ হবে, নয়তো কর্মভোগ হবে। নিজের জন্য কর্ম করলে ভোগ হয়, যোগ হয় না। এইটিই মূল কথা।

নিজের জন্য কর্ম করতে হবে না—একথা শুনে লোকে ধন্ধে পড়ে যে নিদের জন্য না করলে কার জন্য করব? একটা কথা বলছি, আপনাদের খারাপ লাগলে ক্ষমা করবেন। জপ নিজের জন্য নয়, তপ নিজের জন্য নয়, সমাধি নিজের জন্য নয়, প্রার্থনা নিজের জন্য নয়—এগুলিকে নিজের জন্য করতে হবে না। তার কারণ মূলত আমরা পরমাত্মার অংশ—

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী।
চেতন অমল সহজ সুখ রাসী।।

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড, ১১৭।২)

যে চেতন, মলরহিত এবং সুখরাশি, তার জন্য কী করতে হবে? তার জন্য কিছুই করতে হবে না। আমরা নিজেদের জন্য কদ্দির এইটিই হল বন্ধন। এই কথাটি কিছু কঠিন, সকলে বুঝতে পারে না। কিন্তু নিজের জন্য করলে বন্ধন হবে। কী করে বন্ধন হবে? কর্ম করলেই তার প্রারম্ভ হবে, শেষও হবে। তা থেকে যে ফল পাওয়া যাবে তার সংযোগও হবে, বিয়োগও হবে।

ক্রমশ...

‘ঠাকুর বাঁধের উপকথা’

বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

তা ছাড়া মোহন ঠাকুরের পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের এই প্রথম বংশ রক্ষাকারি পুত্র সন্তান। ছোট বউ এর খাতির একটু বেশি হবারই কথা। তবে মোহন ঠাকুরের কড়া নির্দেশ, ঘরে লক্ষ্মী এসেছে, কোন রকম বাজে কথা নয়, প্রসুতিকে কোন অবহেলা নয়। সমান চোখে দেখতে হবে যেন কন্যার মা বলে বড় বউ কোন অনুযোগ করতে না পারে। বড় ঠাকুর সেই নির্দেশ বড় গিন্নি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন, কেউ যেন তা অমান্য না করেন।

বাড়িতে নতুন অতিথিদের নিয়ে সকলেই যখন ব্যস্ত, কি জানে কোন কারণে নীলাম্বর আবার আগের মত প্রায় সারাদিন ঠাকুরবাঁধের পাড়ে বট গাছের তলায় গিয়ে বসা শুরু করল। ঘরে থাকে না বললেই চলে। একদিন পুকুর পাড়ে গুলুর কাছে গোলাপের কোন খবর আছে কিনা জানতে চায় ও। গুলু কিছু জানে না বলাতে হতাশ হয় সে। বট গাছকেই সম্বল করে দিন কাটাতে চায় নীলাম্বর।

সময় বুঝে গুলু বাড়িতে গিন্নিমাকে সেই কথা বলে দেয়। গিন্নিমা স্বাভাবিক কারণেই অনেকটা চিন্তায় পড়লেন। আবার সেই অতীতের কথা তুলছে কেন ছেলে। কোন গড়বড় করবে না তো। গিন্নিমার আশঙ্কা বাড়ে। তাকে চোখে চোখে যাতে রাখা হয় তার জন্য দেওর কুঞ্জকেই সেই দায়িত্ব দেন তিনি। যেন কোন একটি আশংকা ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের মনে রয়েই যাচ্ছে এবং সেই আশঙ্কা নীলাম্বরকে নিয়ে। মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে যাওয়া তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। কি করে এটা ঘোচানো যায় তার কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না বড় গিন্নি। অগত্যা কুঞ্জর উপর ভরষা যদি কিছু করতে পারে তো সেই পারবে।

কুঞ্জ লক্ষ্য রাখে কখন নীলাম্বর পুকুরপাড়ে যাচ্ছে। তাকে অন্যভাবে বোঝাতে হবে বাড়ির লোক এটা পছন্দ করছেন না। কুঞ্জ নীলাম্বরকে বেরোতে দেখলেই ডেকে নেন এবং তার সাথে কাজ আছে বলে জমিদারির এটা সেটা করতে হবে বলে পুকুরপাড়ে যাওয়া থেকে আটকায়।

বেশ কিছুদিন ধরে এরকম চলতে থাকে। কুঞ্জর ধারণা একবার যদি তাকে কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে সব ভুলে সে ওই কাজে মন দেবে। সেটা কুঞ্জ করতে পারছে কিনা এত তাড়াতাড়ি বোঝা যাবে না। কিছুদিন গেলে তা জানা যাবে।

কুঞ্জ একদিন নীলাম্বরকে ডাকলেন না ইচ্ছা করেই, তিনি দেখতে চান নীলাম্বর কি করে। সে ঘর থেকে বেরোয়নি। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বেরোয়নি দেখে কুঞ্জ হাঁক পাড়েন তার নাম করে। বলেন এত বেলা হয়ে গেল, কাজ পড়ে আছে একবার তো আমাকেই ডাকবি।

নীলাম্বর বলে আমি তো তোমার অপেক্ষায় বসে আছি, তুমি আসনি তাই। চল, চল কোথায় যেতে হবে। কুঞ্জ বুঝলেন তার বুদ্ধি কাজ করেছে। কাজের প্রতি ছেলের মন বসেছে। আর চিন্তা নাই। এটা শুনে বড় গিন্নি খুশি হবেন। ফিরে এসে তাকে জানাবেন।

দুপুর নাগাদ কাকা ভাইপো বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়িতে আসছে দেখে বড় গিন্নি, মেজ গিন্নি খুব খুশি হয়ে বলেন, এত দেরি, খাওয়া দাওয়ার সময় চলে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখবে তো।

অনেক কাজ তাই দেরি হয়ে গেল। কাজ না করে আসি কি করে। নীলু সাথে আছে বলে অনেক সুবিধা হচ্ছে। বুঝলেন, বড় গিন্নি, নীলু আমাদের যোগ্য উত্তরসুরি। আমাদের আর চিন্তা থাকল না। আমাদের কিছু হয়ে গেলে ও একাই সামলে নিতে পারবে। বড় গিন্নির আনন্দ আর ধরে না। এই মেজ যা, যা ওদের খেতে দে। নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।

সেদিন অন্যরা যত খুশী তা থেকে অনেক বেশি খুশী বড় গিন্নি লতাদেবী। এবার ছেলের মতি গতি বদলেছে। গোলাপের ভুত মাথা থেকে নেমেছে।

অন্যদিকে বোস্টম ঘরে গোলাপের বাবা সেই যে গোলাপের বিয়ে দিয়ে ফিরেছে তার পর থেকে কোন খোঁজ খবর নিতে পারেননি মেয়ের। ওর মা প্রায় দিন স্বামীকে গোলাপের খবর নিতে বলেন। গোলাপের খোঁজ নিতে তিনি যাত্রা শুরু করলেন সেই গ্রামের দিকে। সেই গ্রামে গোলাপের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে দেখেন গোলাপ নেই। কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। গোলাপের শ্বশুর,শাশুড়ি সবাই যাচ্ছেতা অপমান করে ওর বাবাকে প্রায় তাড়িয়েই দিলেন। এক গ্লাস জল পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় নি কেউ। পাশাপাশি বাড়ির লোকেরাও কেউ কিছু বলতে পারল না গোলাপ কোথায় গেছে। গ্রাম থেকে বেরোনোর পথে অন্য এক গ্রামের এক বোস্টমের সাথে দেখা।

তিনি বললেন, কোথায় গিয়েছিলেন,মেয়ের শ্বশুরবাড়ি?

হ্যাঁ, গোঁসাই।

ফিরে যাচ্ছেন? আপনার মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে ছিল? দেখা পেলেন?

না গোঁসাই। কেউ কিছু বলতে পারল না। আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল।

তা, আপনি সত্যি জানেন না আপনার মেয়ে কোথায়? না জেনেও না জানার ভান করছেন?

(পরবর্তী অংশ পরের বুধবার)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী: মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

না খায়ুঙ্গা না খানে দুঙ্গা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

খাব না খেতেও দেব না, মোদী উবাচ। উনি প্রধানমন্ত্রী। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মধ্যমনি। ওনার পুরা নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। প্রায় দশ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ২০২৪ এর সাধরণ নির্বাচনে জয়লাভ করে আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। নিজেকে অবতার হিসাবে জাহির করেন তিনি। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বলে দাবি করেন। তিনি দাবি করেন ভগবান রাম এই পৃথিবীতে তাকে প্রেরণ করেছেন তার অসম্পূর্ণ কাজগুলিকে সম্পূর্ণ করতে। বারে বারে তিনি দেশবাসীকে সে কথা স্মরণ করিয়ে চলেছেন। বিশ্ববাসী যেন বিভ্রান্ত না হন সে কারণ তিনি নিয়ত নিজ পোশাক পরিবর্তন করে থাকেন। নানা অবতারের বেশ। তার পরিবার বলে কিছু নাই। দেশের মানুষই তার পরিবারের লোক। কেউ তার মা, কেউ বাবা, কেউ দাদা, কেউ দিদি। সবাই আপনজন, আত্মার আত্মীয়। তিনি রাম তিনি কৃষ্ণ। অবতার বরিষ্ঠায়---, আহা, তাহার মুখ নিঃসৃত বানী শ্রবনে সাত পুরুষের পাপ স্থালন হয়ে যায়। নিন্দুকেরা বলে মোদীর বিয়ে হয়েছিল, স্ত্রী ছিলেন। তিনি আজও জীবিত আছেন, তিনি গৃহী। স্বামীর সাথে সম্পর্কহীনা। আসলে মোদী নিজেকে অবতার বলে মনে করেন তাই পরিবার পরিজনদের স্বীকার করেন না, ভগবানের চ্যালাদের পরিবার থাকতে নাই। গোটা বিশ্ব তার পরিবার। এখানে বিশ্ব পিতার আদর্শটি বেশ মজাদার আমি খাব না আমি অন্যদের খেতে দোব না, আমি সংসারি হোব না, সংসার প্রতিপালন করব না। প্রভু বলতে চান "আমার যেমন বেনী তেমন রবে চুল ভিজাব না, বেনী ভিজাব না"। আহা মধুখরা বানী। মোদীর কথায় চুইয়ে চুইয়ে মধু ঝরে পড়ে, কি সব বানী। বেদের কথা ভুলতে পারি, মোদীর মোহময় মায়াবি বানী শ্রবণের সাথে সাথে মৃত প্রায় ব্যাক্তি চক্ষু উন্মেলন করত কর জোরে আজানু লম্বিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রনাম করিতে করিতে বলেন "ভগবান তোমার বানি শুনিয়া মোহিত হইয়াছি, সাত জন্মের পাপ স্খালন হইল, আমার পূর্ব পুরুষগণ আপনাকে চিনিতে পারেন নাই। প্রভু নিজ গুনে তাহাদের ক্ষমা করিয়া দেন। আপনি অবতার ভগবান রামের অংশ হইবেন"। রামচন্দ্র পিতৃ সত্য পালনের জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন, রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে বনে গিয়াছিলেন, পত্নি সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণকে সাথে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করেছিলেন। প্রভু আপনি রাম অপেক্ষা আরও সৎ সাহসি, ত্যাগী। রামচন্দ্র বনের ফল মূল, নদীর জল বন্য পশু শিকার করিয়া কালাতিপাত করতেন। পর্ণকুটীরে বাস করতেন, প্রভু আপনি কলির রাম অবতার। দশরথ পুত্র রামের জীবনে যে সকল ভুল ভ্রান্তি ঘটেছিল, রাম যে ভুল করেছিলেন সে সব আপনি কারেকশন করে দিয়েছেন। রামের ক্যারেকটরকে অনেকটা ঘসা মাজা করে কলিকালের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন প্রভু। আপনি ভগবান। আপনি কৃষ্ণ আপনি রাম।

আপনার মধ্যে বিরাজ করছেন বৃষ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। আপনার তুলনা আপনিই। অতুলনীয় আপনার কৃচ্ছসাধন, পরাকাষ্টা। যুগ উপযোগী আপনার আহার নিদ্রা পোশাক পরিবহন ব্যবহার। মিতভাষী শিশুসুলভ আচরণ। ত্যাগের প্রতিমূর্তি আপনি। বিশ্বের সবযুগের সব মনীষীদের বানিসমুহকে একত্রিত করে কোন ভুর্জ পত্রে সঙ্কলিত করিয়া নিদর্শিত হইলে আপনার বানিসমূহ সেরার সেরা বলিয়া বিবেচিত হইবে। আপনি মহান। আপনি বিশ্বগুরু হইবেন। যুগে যুগে অবতার আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু আপনি সব যুগের সেরা অবতার। আপনি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন। পরিবার পরিজন ত্যাগ করেছেন। আপনি রাজ সিংহাসন ধরে রাখার জন্য বিরোধীদের জেল জরিমানা করেছেন। লেখক সাংবাদিকদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছেন। রামচন্দ্র বনে শিকার করিয়া ভোজন করতেন, আপনি বনের ছত্রাক/ছাতু আহার করেন, ইহাকে মাশরুম বলে। আপনি দেশ বিদেশের উৎপাদিত ফলরাজির জুস ভক্ষণ করেন। আজকের দিনে আপনি মহাপুরুষ। নিত্যদিন আপনার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হয় আপনার জীবনটুকু সতেজ, সজীব রাখার জন্য। আপনার হৃদয় প্রসারিত। আপনি আধুনিক ভারতের নব জাগরনের পথিকৃৎ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ সমাজ ও সাহিত্য ও ভাষা অনুশিলনের ক্ষেত্রে যাহা করেছিলেন তাহা আপনার হিসাবে বালখিল্যপনা ছাড়া কিছু ছিল না। নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী, রাধাকৃষ্ণন ভুল করেছিলেন। দেশ স্বাধীন করার পিছনে কোন অবদান ছিল না। আপনি দেশে অমৃতকাল নিয়ে এসেছেন। আচ্ছে দিনের কথা শুনিয়েছেন। প্রতিটি দেশবাসীকে ১৫ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর কোন রাষ্ট্রনেতা পারেন নাই। ১৫ লক্ষ টাকা প্রতি পরিবারে দেবার জন্য ২০১৬ সালে নোট বাতিল করে দিয়েছেন। যাতে দেশবাসী তাদের প্রাপ্যটুকু কড় কড়ে নূতন ২০০০ টাকার নোটে পেতে পারেন। গুনতেও সুবিধা আনতেও সুবিধা। আপনি জনগণের জন্য কি করলেন না? তবু লোকে কথা বলে, নিন্দা করে, এবার ঠিক করেছেন। এলেম আছে আপনার। ঠিক করেছেন 'ফেল কড়ি মাখ তেল'। আমি রাজনীতির দোকান খুলেছি। দাতব্য করতেন। আপনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, অন্তর্যামী ভগবান, অল্প হাসেন কিন্তু সব বুঝতে পারেন। নীতি বদল করলেন। আর দান ধ্যান না। এবার বলেছেন মোদী গ্যারেন্টি, গ্যারেন্টার মোদী। দেওয়া নেওয়াতে নাই, নিজেদের সব করে নিতে হবে। বোকা দেশবাসী, কিভাবে চলতে হবে কি ভাবে যেতে হবে সেটাও কি শিখিয়ে দিতে হবে। আপনি প্রভু শিখিয়ে দিলেন কি ভাবে চলতে হবে, দেখে শেখে না। আপনাকে মান্যতা দিতে কুণ্ঠা করে। আপনার নীতি ভীষণ ভীষণ ভাল নীতি। জোরে জোরে বলতে হবে "আমিও খাব না কাউকে খেতেও দোব না"। কাজে উল্টো করতে হবে, প্রভু না খেয়ে দেশবাসী মরে যাবে যে? বিরক্ত হয়ে সেদিন বলেছিলেন সবার দায়িত্ব আমার না, খেটে খাও খুটে খাও। সব ব্যবস্থা আছে, প্রভু আপনি ঠিক বলেছেন, আমাদের গ্রামে এক ডাক্তার ছিলেন, একজন বাবা তার বাচ্চাটাকে দেখাতে নিয়ে এসেছেন। খুব পায়খানা করছে তাড়াতাড়ি দেখে দেন। ডাক্তার বলে- হ রে ব্যাটা সব ঠিক হয়ে যাবে, তোর ব্যাটা না পায়খানা করলে আমি খাব কি?

হ' ডাক্তারবাবু বুঝলম, বলে মাথা নাড়ল দুজনাতেই।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী কথা কম বলেন, কাজ বেশি করেন। তার গ্লামারের ছটায় ভারত বিকশিত। বিশ্ব আলোকিত। তবে দেশবাসী বুঝে গেছে উনি যা বলেন তার উল্টো করতে বেশি ভালবাসেন, খাব না খেতে দোব না মানে উনি খাবেন না আর দেশবাসীও খাবেন না সেটা কিন্তু নয়, সবাই অনাহারে থাকবে তাও নয়, ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাই নাই। উনি বলেছেন তোমরা ঘুস কাটমানি খেও না আমিও খাব না। প্রভু আপনার লীলা বোঝা দায়। আজ সব ধরা পড়ে গেছে উনি উপবাস করেন, নির্জলা একাদশী করেন, আবার ডুবে ডুবে জল পান করেন। ভাগ্যিস সুপ্রিম কোর্টের বড় বিচারক ছিলেন, ইলেক্টরেল বন্ডের জালিয়াতিটা ধরা পড়ল। সাধুর বেশে ডাকাতি। নির্বাচন তহবিলে কোটি কোটি টাকা ঢুকিয়েছেন মোদী। থিতু হয়ে চালু করলেন ইলেকটরেল বণ্ড। ব্যাঙ্ক বণ্ড বিক্রি করবে ব্যক্তি বা সংস্থা বণ্ড কিনবে, রাজনীতির দলগুলো টাকা নেবে। কিন্তু কোন হিসাব কেউ পাবে না। ২০১৮ তে মাদারির খেল শুরু। প্রথম পাঁচ দিনে বিজেপির ঘরে ২১০ কোটি টাকা এল। অন্যদের কপাল ফাটা। ২০১৯ -- ২০২৪ সালে বিজেপির লক্ষ্মী লাভ মাত্র ১১,৫৬২ কোটি। লে কত খাবি। কর্পোরেটেরা দাদন করেছে ২৪৭৩৭ কোটি। আ ফুঁড়া সম্পত্তি। টাকা না দিলে ইডি, সিবিআই, আয়কর হানা। গত ৫ বছরে ইডি হানা দিয়েছিল ৩০ সংস্থার অফিসে। পরে পরে তারা টাকা দিয়েছে, তারা সবাই সৎ হয়ে গেছে। সবার ফিউচার ব্রাইট হয়েছে। মেঘা ভারতি শিপ্লা সিরাম ফিলিপ্স কারবন স্টিল প্ল্যান্ট ওষুধ কোম্পানি হোটেল ব্যবসায়ী কে না আছে? লুটের মাল লুটে নিয়েছে মোদী। বিনিময়ে কোটি কোটি টাকার কাজের বরাত পেয়েছে তারা, পুরস্কার গ্যারেন্টেড পুরস্কার। জিনিসের দাম বাড়ছে হুস নাই সরকারের। থাকার কথা নয়। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। গদি রাখতে নোট চাই, টাকায় বস জগৎ সংসার। এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী সবাই টাকার বস। বেচা কেনা দর দাম করতে ভাল জানে বেনিয়ারা। মধুর লোভে মৌমাছি আসবে, মধু খাবে আবার আসবে। সবই প্রভুর লীলা খেলা, উনি অন্তরযামী ভগবানের প্রেরিত দূত। কেউ ওনাকে ভুল বুঝবেন না। অতি সরল মিতভাষী, সাদা সিদে নিরহংকারী মানুষ। সাত পাঁচ বুঝেন না। ভাজা মাছ উলটে খেতেও জানেন না। অভিনয় প্রিয় এক আমুদে প্রধানমন্ত্রী। মাননীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। সামান্য চা ওয়ালা। বণ্ড এর আসল রূপকার। কিভাবে তার প্রয়োগ করতে হয়, উনার থেকে বেশি কেউ জানেন না। দীর্ঘজীবি হোক লেনদেন। বন্ডের মাধ্যমে কর্পোরেটদের সাথে বন্ডিং বা বন্ধন আরও মজবুত হোক। মানুষ না খে মরুক ক্ষতি নাই। যত লোক কমবে তত খরচ কমবে। তত বন্ধুদের আয় বাড়বে। নুতন অর্থনীতির নুতন অধ্যাপক মাননীয় মোদী মহাশয়। আপনাকে ধন্যবাদ ব্রিটিশ ভারতের থেকেও আপনি ধন বৈষম্য আরও বাড়াতে পেরেছেন। আপনি ধন্য।

কবিতা

চেতনা

কিরণময় পাত্র

যতোই তুমি আড়াল করো তোমরা মতো করে,
সত্য শুধু হাসতে থাকে আপন অন্তরে।
তোমার মিথ্যার ভয় হিংস্র তোমায় করে;
গোপনে তুমিও জানো ---
তোমার হৃদয়ে কী আছে ভরে!
বাঁধিয়াছ আপনাকে আপনার ডরে।
কপাট বন্ধ করে অন্ধ করা কি যায়?
সত্য যে থেকে যায় মানুষের চেতনায়।
কতো পথ থেমে গেছে সময়ের কাছে,
সময় সত্য করে চেতনার মাঝে।

হকার কাকু

তন্ময় কবিরাজ

দাদা ঝালমুড়িতে ঝাল কম না বেশি?
আম তেলেতে মাখিয়ে দেব মন হবে খুশি।
লিকার চায়ে আদা পাবেন, সঙ্গে বিটনুন
অফিস ফেরত বাবু জানে এর অনেক গুণ।
বাদাম চাকে মিষ্টি মুখে যাবেন বাড়ি ফিরে
চিনিতে সুগার আছে, হার শক্ত গুড়ে।
গল্প দাদা অনেক হবে, সাইড সিটে বসে
সস্তা যখন চেখে দেখুন মওসুম্বির রসে।
এবার দাদা নেমে যাবো সকাল থেকো উঠি
সারাদিন তো ফেরি করি, নেইকো অন্য গতি।

খোলস

তুহীন বিশ্বাস

খোলস ছাড়ুক...
বেরিয়ে আসুক মাকালের দুর্গন্ধ
কাটুক বিশ্বাসীর সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব;
ঝরে পড়ুক ঠোঁটের বিষাক্ত লালা
পরিশুদ্ধ হোক জীবনাঙ্কের খেলা।
সূর্য উঠুক...
উত্তপ্তে বিলীন হোক কুৎসিত দাগ
স্তব্ধ হোক যত্তসব কলুষিত দেমাগ;
ভুলগুলো হোক শিক্ষার হাতিয়ার
আলোকিত হোক আগামীর দ্বার।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

আমার

রাজকুমার ব্যাধ

যেদিন আমার কথা পড়বে মনে
সেদিন আমি থাকব অনেক দূরে;
বসন্ত বাতাস উদাস হয়ে বয়ে যাবে
বনের কোকিল গায়বে গান ব্যাকুল সুরে !
দেখতে আমায় পাবে তুমি ভাবের অনুভবে,
জ্যোৎস্না মাখা রাতে স্মৃতি ঘিরে শুধু রবে;
ভাববে তুমি প্রাণের মাঝে কতই কাছে
নিতান্ত আপন হয়ে আছি আমি স্বপ্ন ভরে;
ইচ্ছাগুলো আছে রাখা তোমার মনের আনন্দে
আমি জানি গায়বে সে গান প্রেমরসের ছন্দে
চির জনমের সুখে দুঃখে ভাল মন্দে
সঞ্চিত সুখ ভুলব না গো এই মনেরই সুন্দরে।

রাজ্য

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেই হাইকোর্টে আরাবুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ এবার কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধেই অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। আরাবুলের দাবি, নির্বাচনের আগে পুলিশ অতি স্বক্রিয়। কারণ হিসাবে তাঁর আইনজীবী আদালতে উল্লেখ করেছেন, গ্রেফতার করার পর আরও দুটো মামলায় যুক্ত করা হয় আরাবুলকে। তখন কলকাতা পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হয় মোট কটা কেস রয়েছে ভাঙড়ের তৃণমূল নেতার নামে? উত্তর না মেলায় আদালতের দারস্ত আরাবুল ইসলাম। অভিযোগ, পুলিশ অতিস্বক্রিয় হয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে আরাবুলকে। এই মর্মেই একটি মামলা দায়ের করার আবেদন জানানো হয়েছে। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। গত ৮ ফেব্রুয়ারি তোলাবাজি ও খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হন আরাবুল ইসলাম। তাঁর বিরুদ্ধে যে খুনের অভিযোগটি ওঠে, সেটা অত্যন্ত পুরনো। বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন সময়কার একটি মামলা। গত বছর ১৫ জুনের। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন খুন হয়েছিলেন মইনুদ্দিন মোল্লা নামে এক আইএসএফ কর্মী। খুনের অভিযোগে প্রথমেই নাম ছিল আরাবুলের বিরুদ্ধে। কিন্তু ১৫ জুন, ২০২৩ সালের মামলায় হঠাৎ করেই চলতি বছর ৮ ফেব্রুয়ারি আরাবুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অতর্কিতে হানা দিয়ে বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে আসে পুলিশ। গ্রেফতারির আগে আরাবুলের বিরুদ্ধে আবার ভাঙড়ে লক্ষ লক্ষ টাকার তোলাবাজিরও অভিযোগ ওঠে। পুলিশ সেই ধারাও যুক্ত করে। এবার অভিযোগ, নিত্য নতুন মামলায় পুলিশ আরাবুলকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। এবার সেই অভিযোগ তুলেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ আরাবুল।

শাহজাহানের ডেরায় হানা, ১৩৭ কোটির হদিশ পেল ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ প্রথম দিনেই সন্দেশখালির শেখ শাহাজানের সেঞ্চুরি! ইডি হেফাজতে যাওয়ার প্রথম দিনেই দুর্নীতির সংখ্যা একশোর সীমা ছাড়াল। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, চিংড়ি মাছের ব্যবসার আড়ালে ১৩৭ কোটি কালো টাকা সাদা করেছেন শাহজাহান। মাছের রফতানির কাজ করা দুটি সংস্থার মাধ্যমে শাহজানের সংস্থায় ওই পরিমাণ টাকা ঢুকেছিল। টাকা লেনদেনের নথিও সংগ্রহ করেছে ইডি। শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল সম্পূর্ণ অন্য একটি মামলায়। রেশন দুর্নীতির তদন্তে ইডি আধিকারিকরা গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। কিন্তু গোটা বিষয়টিই মোড় নেয় অন্য দিকে। শেখ শাহজাহানকে ঘিরেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় সন্দেশখালিতে। এরপর পেঁয়াজের খোলার মতো তদন্তকারীদের হাতে উঠে আসতে থাকে একের পর এক বিস্ফোরক দুর্নীতির তথ্য। জমি দখল, ভেড়ি দখল তো বটেই, মাছের ব্যবসার আড়ালে কীভাবে কালো টাকা সাদা হত, তারও বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসে। তদন্তকারী জানতে পেরেছেন , শাহজাহান পাইকারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তার নিয়ন্ত্রিত এসকে সাবিনা ফিশারি সংস্থায় ম্যাগনাম এক্সপোর্টস মাধ্যমে ঢুকেছিল ১০৪ কোটি টাকা। ২০১২ থেকে ২০২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ওই টাকা ঢুকেছিল। আবার অনুপ কুমার সোম নামে এক ব্যবসায়ীর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ঢুকেছিল ৩৩ কোটি টাকা। চিংড়ি মাছ কেনাবেচার ভুয়ো বিল বানিয়ে এই ১৩৭ কোটি কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ। তদন্ত এগোলে এই সংখ্যা আরও অনেক লাফিয়ে বাড়বে, মনে করছেন তদন্তকারীরা। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়েই শাহজাহানের বিরুদ্ধে আমদানি-রফতানি মামলার তদন্তের সূত্রে সন্দেশখালির একাধিক জায়গায় হানা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। ধামাখালির কাছে একটি মাছের পাইকারি বাজারে তল্লাশি চলে। এই বাজারের অন্যতম অংশীদার নজরুল মোল্লার বাড়িতেও চলে তল্লাশি। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এই মামলার তদন্তে মোট ছ'জায়গায় হানা দেন ইডি আধিকারিকেরা। তল্লাশি চলেছিল শাহজাহান ঘনিষ্ঠ কয়েকটি ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও। শাহজাহান ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ীদেরও অনেকে চিংড়ি মাছের ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, মাছের ব্যবসায় দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। তদন্তকারীরা তল্লাশিতে জানতে পেরেছেন, শেখ শাহজাহানের চিংড়ি মাছের ব্যবসার প্রায় ৪০ শতাংশ মাছের যোগান আসতো অন্যের দখল করা ভেরি থেকে। মাত্র ১০ শতাংশ মাছ আসতো তাঁর নিজের ভেরি থেকে। বাকি ৫০ শতাংশ মাছ তিনি কিনতেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।

প্রাথমিক টেটের প্রশ্নে এত ভুল কেন? পর্ষদের কাছে জবাব তলব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুরি ভুরি ভুল থাকার অভিযোগকে ঘিরে মামলা। আর এই এত ভুলের জেরে এবার ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। ১৫০টি প্রশ্নের মধ্যে কেন এতগুলি ভুল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে হাইকোর্ট। অন্তত ২৩টি ক্ষেত্রে ভুল প্রশ্ন ছিল বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এত ভুল হল কেন? প্রথম দিকে বলা হচ্ছিল ১৩টি প্রশ্নে ভুল আছে। এরপর বলা হল ১৩ নয় ১৫টি প্রশ্নে ভুল আছে। এরপর সেটি বেড়ে ২১টি হয়ে যায়। সবশেষে এখন নতুন করে যে মামলা হয়েছে তাতে প্রশ্ন ভুলের সংখ্যা বলা হচ্ছে ২৩টি। সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে ১৫০টি প্রশ্নপত্র। তার মধ্যে ২৩টি প্রশ্নপত্রই ভুল। এটা কী করে সম্ভব? কেন প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি? সেই প্রশ্নও উঠছে। এদিকে এই প্রশ্নের উপরই হাজার হাজার কর্মপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সেক্ষেত্রে কেন এই ধরনের প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি প্রশ্ন তা নিয়েও। এদিকে আদালতের নির্দেশ এই বিতর্কিত প্রশ্নপত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দেখাতে হবে। সেখান থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। এমনকী সঠিক প্রশ্ন কী হবে, সঠিকভাবে তার উত্তর কী হবে সেটাও জানাতে হবে। সেই সঙ্গেই একটি পরীক্ষায় কীভাবে এত প্রশ্ন ভুল থাকে তা নিয়ে পর্ষদের কাছে ব্যাখা চেয়েছে হাইকোর্ট। এদিকে পরীক্ষার্থীদের দাবি, ভুল প্রশ্ন থাকায় পরীক্ষা দিতে গিয়ে তারা সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। যারা সেই প্রশ্নপত্রগুলির উত্তর লিখেছেন তাদেরকে পুরো নম্বর দেওয়ার আবেদনও করছেন পরীক্ষার্থীরা। এদিকে আদালতের নির্দেশ এই ভুলের পক্ষে যে বই রয়েছে তার তালিকা তৈরি করে পর্ষদকে দিতে হবে। পর্ষদকে সেই তালিকা অনুসারে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দেখাতে হবে।

পার্থর উপর দায় চাপিয়ে মুক্তি পেতে চান অর্পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কি আর হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে? ইডিকে প্রশ্ন করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। যে ইসিআইআর গুলিতে তাঁর নাম আছে সেগুলিতে তাকে জেলবন্দী রাখার প্রয়োজন আছে? তদন্তকারী সংস্থার কাছে এই প্রশ্নও রাখেন বিচারপতি ঘোষ। তাঁর সংযোজন, আর যে ইসিআইআর গুলিতে তাঁর নাম নেই, সেগুলি নিয়ে ইডি-র কী অবস্থান? কিন্তু এই প্রশ্নপর্বের মাঝেও যে বিষয়টি সকলের নজর কেড়েছে, তা হল অর্পিতাকে নিয়ে করা পার্থর আইনজীবীর বক্তব্য। সওয়াল পর্বে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী বলেন, অর্পিতা মুখোপাধ্যায় সমস্ত টাকার দায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর দিয়ে নিজে সমস্ত অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতী পেতে চাইছেন। সেই সময়ই পাল্টা বিচারপতি বলেন, "যদি অর্পিতা মুখোপাধ্যায় এই বিপুল সম্পত্তি উপার্জন করতে সক্ষম হতেন, তাহলে আমি হয়ত আপনার পক্ষে থাকতাম।" পার্থর আইনজীবী পাল্টা বলেন, "আমার অপরাধ করার ক্ষমতা আছে বলেই অন্য কোনও অভিযুক্তর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া অর্থ আমার, এই যুক্তির কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।" এরপর বিচারপতি জানান, আগামী ১৬ এপ্রিল পরবর্তী শুনানি। একই সঙ্গে ইডির উদ্দেশ্যে বিচারপতি বলেন, "তদন্ত এখন আর প্রাথমিক পর্যায়ে নেই। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ২০২২ সালের শেষে ইসিআইআর গুলি দায়ের হয়েছিল তাহলেও প্রায় এক-দেড় বছর হয়ে গিয়েছে। যদিও ইডি জানায়, এক মিডল ম্যানের কাছ থেকে আরও কিছু সম্পত্তির হদিস পাওয়া গেছে, যেগুলি এখনও তদন্তের আওতায় আসেনি।" এরপরই ১৬ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন বিচারপতি। ২৫ এপ্রিল ইডির আর্জির শুনানি হবে। এদিন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত পার্থ, তাপস মণ্ডল ও কুন্তল ঘোষদের শুনানি ছিল। ইডি মামলার জামিনের প্রসঙ্গ তুলে তাপস মণ্ডলের জামিনের আর্জি জানান তাঁর আইনজীবী।

ভোটের আগেই ভোট দমদমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ আগামী পয়লা জুন দমদমে লোকসভা ভোট। কিন্তু তার দুই মাস আগেই দমদম লোকসভার দক্ষিণ দমদম পুর এলাকার ১৫নং ওয়ার্ডে চলছে ভোট গ্রহণ পর্ব। এলাকার মানুষের মতামত গ্রহণ করতেই এমন চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে। ভোটে অংশ গ্রহণ করবে ওয়ার্ডের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ভোটার। ইতিমধ্যেই ব্যালট পেপার বিলি পর্ব চলছে বাড়ি বাড়ি। এরপরে আগামী ৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে থাকা ব্যালট বক্সে তাঁদের মতামত প্রদান করতে পারবে এলাকাবাসী। প্রসঙ্গত, এই ভোটদান পর্বের পিছনে রয়েছে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক ঘটনা। ১৯ মার্চ কাউন্সিলর দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমদমের রবীন্দ্র ভবনে দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দেন, এলাকাবাসীর মতামত ছাড়া তিনি দলে যোগদান করতে পারবেন না। সেই মতামত গ্রহণ করতেই এই ভোটের মরসুমে ভোটগ্রহণ পর্ব চলছে ওয়ার্ডে। যারই অংশ হিসেবে ব্যালট পেপার বিলি পর্ব শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। ব্যালট পেপারে কাউন্সিলরের কী করা উচিৎ এবং কেন তা যুক্তি সহকারে বর্ণনা করার জন্য ব্যালট পেপারে জায়গা রাখা হয়। যেখানে কাউন্সিলরের তৃণমূল, না বিজেপি না সিপিআইএম করা উচিৎ নাকি নির্দলে থেকে যাওয়া উচিৎ তা নির্ণয় করতে অনুরোধ করা হয়। ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে থাকা ব্যালট বক্সে সেই মন্তব্য সম্বলিত ব্যালট পেপার ফেলার জন্য এলাকাবাসীকে অনুরোধ করে মাইকিং করা হচ্ছে। ১০ এপ্রিল সেই মতামত সম্বলিত ব্যালট বাক্সগুলি কমিটির সামনে খুলে তা জনসমক্ষে নিয়ে আসা হবে।

গার্ডেনরিচের পর এবার মুচিপাড়া, ভেঙে পড়ল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ গার্ডেনরিচ, পিকনিক গার্ডেনের পর এবার মুচিপাড়া। বাড়ি ভাঙার কাজ চলাকালীন বিপত্তি। ভেঙে পড়ে পাশের বাড়ির একাংশ। ঘটনাটি ঘটেছে মুচিপাড়া থানা এলাকার রাম কানাই শীল লেনের। স্থানীয় সূত্রে খবর, শীল লেনে অবস্থিত ৭ নম্বর বাড়ি। সেটিকে ভাঙার কাজ চলছে বিগত প্রায় ৬ মাস। প্রমোটিংও চলছে। এরপর মঙ্গলবার সকালে পাশের লাগোয়া বাড়ি ৬ বাই ১ এর বাসিন্দারা খুব ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পান। ধুলোয় ভরে যায় গোটা এলাকা। পরে দেখা যায়,৭ নম্বর এবং ৬ বাই ১ নম্বর বাড়ির মধ্যেকার কমন ওয়াল এবং পিলারের একাংশ ভেঙে ফেলেছে প্রোমোটার নিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থা। ফলে ৬ বাই ১ তিনতলা বাড়ি কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত হয়ে বাসিন্দারা নিচে নেমে আসেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "আজ সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ একটা কাঁপুনি হয়। মনে হল যেন ভূমিকম্প হয়েছে। বাইরে এসে দেখি পুরো গলিজুড়ে ইট আর ইট। আমরা ভয়ে আছি। কয়েকদিন আগে সিলিং ভেঙে পড়ে গিয়েছিল আমার ঘরের। কেউ ছিল না বলে কিছু হয়নি।" আরও এক বাসিন্দা বলেন, "আমি তখন রান্না করছি। এত জোরে শব্দ হয়েছে ভয়ে নেমে এসেছি। নিচে নেমে এসে দেখি ধোঁয়ায় পুরো ধোঁয়া। বাড়ি ভাঙার সময় কোনও সুরক্ষা নেয়নি প্রোমোটার। কাউন্সিলরকেও বলেছিলাম। তিনিও প্রোমোটারকে বলেছিলেন। কিন্তু কোনও কথাই কানে তোলেনি। মুচিপাড়া থানায় জানিয়েছি।"

ক্রীড়া-সংবাদ

‘দলের সম্মান পাবেন না’ পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে আরেকটি ম্যাচ, মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের আরেকটি হার। টানা ৩ হারে এবারে আইপিএলে পয়েন্ট তালিকার তলানিতেই পড়ে আছে মুম্বাই। আইপিএলের শুরুর দিকে মুম্বাইয়ের নড়বড়ে অবস্থা নতুন কিছু নয়। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এর আগে একাধিক মৌসুমে নিজেদের প্রথম কয়েকটি ম্যাচে হেরেছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতি থেকে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিরোপা জয়ের কীর্তিও আছে তাদের। তাই মুম্বাইয়ের শুরুর হারগুলোকে সাধারণত স্বাভাবিকভাবেই নেওয়া হয়। কিন্তু এবার প্রথম ৩ ম্যাচ হারতেই মুম্বাইয়ের সমর্থকেরা ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছেন। দলটির খেলার ধরন নিয়ে যেমন সমালোচনা চলছে, তেমনি নতুন অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্ব ও নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সর্বশেষ পান্ডিয়াকে সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করেছেন ইরফান পাঠান। ভারতের সাবেক এই অলরাউন্ডার গত রাতে মুম্বাইয়ের সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালসের ম্যাচ চলার সময়ই বেশ কয়েকবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ পোস্ট করেছেন; যার শেষটিতে তিনি লিখেছেন, পান্ডিয়া যা না করলে তাঁর দলের খেলোয়াড়দের সম্মান পাবেন না। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস সমর্থকেরা এখন দুই ভাগে বিভক্ত। দলটিকে পাঁচ-পাঁচবার শিরোপা জেতানো রোহিত শর্মাকে আচমকা নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে পান্ডিয়ার কাঁধে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পর থেকেই এই বিভক্তির শুরু। নতুন অধিনায়ক পান্ডিয়া প্রতিটি ম্যাচেই কোনো না কোনো ভুল করেছেন বলে দাবি করেছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকেরা। এবারের আইপিএল দিয়েই প্রায় পাঁচ মাস পর চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছেন পান্ডিয়া। এখনো তাঁর শতভাগ ফিটনেস ফিরে পাওয়া নিয়ে কানাঘুষা চললেও প্রথম দুই ম্যাচের শুরুতেই তিনি বোলিংয়ে এসেছেন। ওই দুই ম্যাচে দলের সেরা বোলার যশপ্রীত বুমরাকে বোলিংয়ে এনেছেন দেরিতে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ২৭৮ রানের রেকর্ড লক্ষ্য তাড়ার দিনে মুম্বাইয়ের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে কম স্ট্রাইক রেট ছিল তাঁর। আর কাল রাজস্থানের বিপক্ষে দলকে বিপর্যয় থেকে টেনে তোলার আভাস দিয়েও উইকেট ছুড়ে এসেছেন। পরে জস বাটলারের দেওয়া ক্যাচ মিস করেছেন। ভারতের হয়ে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা পাঠান তাই পান্ডিয়ার ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন। ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কাল আগে ব্যাট করতে নেমে ২০ রানে ৪ উইকেট হারিয়েছিল মুম্বাই। ট্রেন্ট বোল্টের তোপে রোহিত শর্মা, নামান ধীর ও ডেওল্ড ব্রেভিস মারেন ‘গোল্ডেন ডাক’ (প্রথম বলে শূন্য রানে আউট)। ঈশান কিষানকে ফেরান নান্দ্রে বার্গার।

প্রথম ৩০ ম্যাচেই গোল, ইন্টার মিলানের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ সিরি ‘আ’ জয়টা এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার ইন্টার মিলানের। কাল রাতে সান সিরোতে এম্পোলিকে ২-০ গোলে হারিয়ে দলটি যে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী এসি মিলানের চেয়ে এগিয়ে গেছে ১৪ পয়েন্টে। মৌসুমে আরও ৮টি করে ম্যাচ বাকি আছে দলগুলোর। শেষ আট ম্যাচে ১১ পয়েন্ট পেলেই ২০তম সিরি ‘আ’ জিতে যাবে ইন্টার। সর্বশেষ জয়ের পথে বড় এক রেকর্ডও ছুঁয়েছে ইন্টার। এ মৌসুমে সিরি ‘আ’তে খেলা ৩০ ম্যাচেই গোল করেছে ১৯ বারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা। সিরি ‘আ’তে এর আগে মাত্র একটি দলই মৌসুমের প্রথম ৩০ ম্যাচে গোল করেছিল। সেই দলটি জুভেন্টাস, সিরি ‘আ’র সবচেয়ে সফল দলটি ২০১৩-১৪ মৌসুমে প্রথম ৩০ ম্যাচেই গোল পেয়েছিল। এবার ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে আর কোনো দলের নেই এই কীর্তি। ইন্টারের প্রতিপক্ষ এম্পোলি এর আগে খেলা সর্বশেষ তিন ম্যাচেই হেরেছিল ১-০ গোলে। সেই দল কাল রাতে পাঁচ মিনিটেই খেয়ে বসে প্রথম গোল। আলেসান্দ্রো বাস্তোনির ক্রস থেকে গোল করেন ফেদেরিকো দি মার্কো। পুরো ম্যাচে দাপট দেখালেও দ্বিতীয় গোল পেতে ৮২ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ইন্টারকে। বাস্তোনির বদলি হিসেবে নামা অ্যালেক্সিস সানচেজ করেন সেই গোল। এদিকে, প্রথমবারের মতো উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলার পথে আরেকটু এগিয়েছে বোলোনিয়া। কাল সালেরনিতানাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে দলটি। এ জয়ে ৩০ ম্যাচ শেষে বোলোনিয়ার পয়েন্ট ৫৭। সমান ম্যাচে পাঁচে থাকা রোমার পয়েন্ট ৫২। রোমা সর্বশেষ ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে লেচ্চের সঙ্গে। চ্যাম্পিয়নস লিগে না খেললেও সাবেক ইউরোপিয়ান কাপে অবশ্য একবার খেলার সুযোগ পেয়েছিল বোলোনিয়া। সেই স্মৃতিতে অবশ্য ধুলা জমে গেছে। সাতবারের সিরি ‘আ’ চ্যাম্পিয়নরা ১৯৬৩-৬৪ মৌসুমে সর্বশেষ লিগ জয়ের পর খেলেছিল ইউরোপিয়ান কাপ। এদিকে, এবার ইতালির ফুটবল লিগে দেখা গেল আরেকটি টুস-কাণ্ড। ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে লেচ্চে ডিফেন্ডার মারিন পনগ্রাচিচের সঙ্গে তর্কাতর্কি হচ্ছিল ভেরোনা স্ট্রাইকার টমাস হেনরির।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন না বেন স্টোকস। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) পক্ষ থেকে আজ জানানো হয়েছে, জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপ খেলতে এই ইংলিশ অলরাউন্ডার আগ্রহী নন। ভবিষ্যতে তিনি পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার হিসেবে ফেরার দিকেই মনোযোগ দিতে চান। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কাউন্টি দল ডারহামের হয়ে প্রথম শ্রেণিতে খেলবেন স্টোকস। এর আগে আইপিএল থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক। অনেক দিন ধরেই হাঁটুর চোটে ভুগছেন স্টোকস। সর্বশেষ ভারতের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে মাত্র ৫ ওভার বোলিং করতে পেরেছেন। বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করা নিয়ে স্টোকস বলেছেন, ‘আইপিএল ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে নাম সরিয়ে নেওয়াটা আশা করছি এমন এক ত্যাগ হবে, যা আমাকে ভবিষ্যতে যেমন অলরাউন্ডার হতে চাই, সেটা হওয়ার সুযোগ দেবে। সম্প্রতি হওয়া টেস্ট সিরিজ দেখিয়ে দিয়েছে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর এবং ৯ মাস বোলিং না করে বোলিংয়ের জায়গা থেকে আমি কতটা পিছিয়ে পড়েছি! গ্রীষ্ম শুরুর আগে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ডারহামের হয়ে খেলার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি।’ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। স্টোকস শুধু এই সিরিজেই পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার হিসেবেই ফেরার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না, তা নয়, তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়েই ভাবছেন, ‘বোলিং ফিটনেসের দিকে মনোযোগ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার হিসেবে সব সংস্করণের ক্রিকেটে ফেরার জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করছি। ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড।

আফ্রিদি-পিসিবি ‘শান্তিচুক্তি’ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ ঝামেলা কি তবে এ দফা মিটল পাকিস্তান ক্রিকেটের? বার্তা সংস্থা এএফপি ও ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর অনুযায়ী, ‘শান্তিচুক্তি’ হয়ে গেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও মাত্রই সাবেক হওয়া টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদির। গতকাল পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি কাকুলে মিলিটারি একাডেমিতে জাতীয় দলের অনুশীলন ক্যাম্প পরিদর্শন করার পর এসেছে এমন খবর। গত পরশু পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের পদ থেকে আফ্রিদিকে সরিয়ে আবারও বাবর আজমকে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক করার ঘোষণা দেয় পিসিবি। এরপর আফ্রিদিকে উদ্ধৃত করে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি জানায়, সবকিছু মেনে নিয়ে নতুন অধিনায়কের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন এই বাঁহাতি পেসার। কিন্তু পরে আফ্রিদির ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানানো হয়, অধিনায়কত্ব ছাড়া বা নতুন অধিনায়ক নিয়ে কোনো কথাই বলেননি সদ্য সাবেক অধিনায়ক। যার অর্থ আফ্রিদির ‘জাল’ উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে পিসিবি। সেই ঘটনার পরই আসে পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভির কাকুলে ক্যাম্প পরিদর্শনে যাওয়ার ঘোষণা। গতকাল রাতে সেখানে গিয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখাও করেছেন পিসিবির নতুন এই চেয়ারম্যান। এএফপি ও ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, সেখানেই আফ্রিদির সঙ্গে ‘শান্তিচুক্তি’ করেছেন নাকভি। অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও আফ্রিদি নাকি পাকিস্তানের ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে সবকিছু মেনে নিয়ে পথ চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল রাতেই কাকুলে আফ্রিদির সঙ্গে নাকভির করমর্দন করার একটি ছবি প্রকাশ করে পিসিবি। তবে এরপর প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাবেক অধিনায়কের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে কিছুই বলেনি পিসিবি। পিসিবি শুধু বলছে, ‘কাছ থেকে অনুশীলন ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা নিতে ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ দিতেই’ এই সফর করেছেন নাকভি।

‘অসম্ভব’ লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ খেলা পঞ্চম দিনে যাবে তো? জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে সবার মুখে এই এক প্রশ্ন। নিশ্চিত হারের পথে এগোতে থাকা বাংলাদেশ দলের এক একটি উইকেট পতনের পর চতুর্থ দিনেই খেলা শেষ হওয়ার শঙ্কাটা বাড়ছিল। মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম টিকে থাকায় রক্ষা। দুজন মিলে জুটি গড়ে খেলাটাকে পঞ্চম দিনে টেনে নিয়েছেন। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশের রান ৭ উইকেটে ২৬৮। শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য দরকার আরও ৩ উইকেট। হাতে আছে আগামীকালের আরও তিন সেশন। জয় থেকে ২৪৩ রানের বিশাল দূরত্বে পিছিয়ে বাংলাদেশ। সিলেট টেস্টের মতো চট্টগ্রাম টেস্টেও গল্পটাও একই রকম। চতুর্থ ইনিংসে বাংলাদেশ দলকে ৫১১ রানের বিশাল লক্ষ্য ছুড়ে দেয় লঙ্কানরা। গতকাল শেষ বিকেলে প্রায় অসম্ভব লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে বাংলাদেশের শুরুটাও ভালো হয়। দুই ওপেনার জাকির হাসান ও মাহমুদুল হাসান ৩৭ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু আজ দিনের দ্বিতীয় সেশনের শুরুতে দশম ওভারে মাহমুদুলকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন প্রবাত জয়াসুরিয়া। ভালো লেংথ থেকে ভেতরে আসা বলে কাট করতে গিয়ে বোল্ড হন মাহমুদুল। ৩২ বলে ২৪ রানে থামে তাঁর ইনিংস। জাকিরের ইনিংসও দীর্ঘ হয়নি। ১৫তম ওভারে বিশ্ব ফার্নান্ডোর বলে স্লিপে ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার হাতে ক্যাচ তোলেন ৩৯ বলে ১৯ রান করা জাকির। দুই ওপেনারের বিদায়ের পরও বাংলাদেশের ইনিংস দীর্ঘ করছিলেন মুমিনুল হক ও নাজমুল হোসেনের জুটি। কিন্তু থিতু হয়ে আউট হওয়ার ধারাটা বজায় রাখেন নাজমুল। ২০ রান করে লাহিরু কুমারার বলে বোল্ড হন তিনি। হতাশ করেছেন মুমিনুলও। আক্রমণাত্মক মানসিকতায় ৫০ রানের ইনিংস খেলে চা পান বিরতির ঠিক আগের ওভারে জয়সুরিয়ার বলে সুইপ খেলতে গিয়ে স্কয়ার লেগে ক্যাচ তোলেন। দুই অংকের ঘরে গিয়ে আউট হয়েছেন সাকিব আল হাসানও। তাঁর উইকেট নিয়েছেন কামিন্দু মেন্ডিস। ৫৩ বলে ৩৬ রান করার পর স্লিপে নিশান মাদুস্কার হাতে ক্যাচ তোলেন সাকিব। ক্রিজে ৭২ বল টিকে থেকে ৩৮ রান করে দৃষ্টিকটু শট খেলে আউট হয়েছেন লিটন। লাহিরু কুমারার স্লোয়ার বাউন্সারে পুল শট খেলার চেষ্টায় কট বিহাইন্ড হন তিনি। মেন্ডিসকে উইকেট দিয়েছেন শাহাদাত হোসেনও। ১৫ রানে এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন তিনি। দিনের বাকি সময়টা পার করেন মিরাজ ও তাইজুল। দুজন মিলে ৩৩ বলে ২৫ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে দিন শেষ করেন। এদিকে, চট্টগ্রাম টেস্টের চতুর্থ দিন সকালে শ্রীলঙ্কার বিমান ধরেছেন দিনেশ চান্ডিমাল। শ্রীলঙ্কা দল থেকে জানানো হয়েছে, পারিবারিক কারণে জরুরি ভিত্তিতে চান্ডিমালকে চট্টগ্রাম টেস্ট চলাকালীন দেশে ফিরতে হচ্ছে। চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১০৪ বল খেলে ৫৯ রান করেছেন চান্ডিমাল। কাল দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ৭ বলে ৯ রান। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ছাড়াই খেলবে শ্রীলঙ্কা। এর আগে প্রথম ইনিংসে ৫৩১ রান করেছে শ্রীলঙ্কা।

বক্স অফিস

‘মাস্টার স্টোরিটেলার’ মানিকে মুগ্ধ আয়ুষ্মান

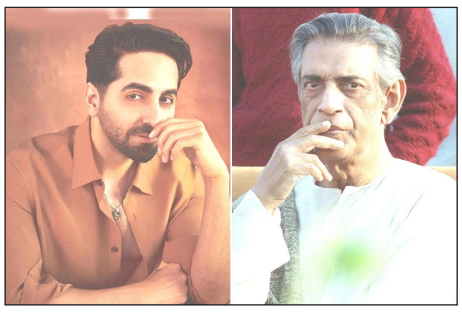

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ শুধু বাংলা নয়, সারা বিশ্বের সিনে অনুরাগীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। এখনও তাঁর তৈরি সিনেমা বিশ্বের সেরা ছবির তালিকায় জায়গা করে নেয়। এমন মানুষের সিনে ম্যাজিকে মুগ্ধ আয়ুষ্মান খুরানা। ‘মাস্টার স্টোরিটেলার’কে কুর্নিশ জানালেন তিনি। বললেন নিজের উপলব্ধির কথা। ১০০ বছরের সেরা ১০০ সিনেমার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতেই জায়গা করে নেয় সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’। সেই খবর নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে আয়ুষ্মান লেখেন, “সত্যজিৎ রায় আমাদের সবাইকে অনুপ্রেরণা দেন। প্রতিবার তাঁর সিনেমার মধ্যে আপনি কিছু না কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন। মাধ্যম হিসেবে সিনেমা যে কতটা অনুপ্রেরণামূলক হতে পারে তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, দেখিয়েছেন কীভাবে সিনেমা সমাজের ভাষ্য হতে পারে আর চিন্তাভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সত্যিই একজন মাস্টার স্টোরিটেলার যিনি সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের গর্বের কারণ।” উল্লেখ্য, ‘পথের পাঁচালী’ মানেই বাঙালির কাছে আবেগ। সিনেমা দেখতে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের কাছে অপু-দুর্গার এই কাহিনি চিরন্তন। সেই কাহিনি বিদেশের দর্শকদেরও মন ছুঁয়ে যায়। এর আগে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ম্যাগাজিন ‘সাইট অ্যান্ড সাউন্ড’-এর সমীক্ষায় বিশ্বের ১০০টি সেরা সিনেমার তালিকায় ৩৫তম স্থানটি পেয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের ক্লাসিক। পেল দেশের ম্যাগাজিনের স্বীকৃতি। সেই সূত্রেই জানা গেল আয়ুষ্মানের মনের কথা। খবর, বাংলার ‘দাদা’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকে অভিনয় করবেন আয়ুষ্মান। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব সামলাবেন বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে। যিনি এর আগে ‘লুটেরা’, ‘উড়ান’, ‘ভবেশ যোশি সুপারহিরো’র মতো ছবিতে পরিচালক হিসেবে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন।

স্বাধীনতার সীমা নিয়েই যে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ আসল প্রশ্ন হল স্বাধীনতার সীমা কতটা। আর সেই স্বাধীনতার ব্যবহার করে আর একজনকে পরিণতির তোয়াক্কা না করেই বিতর্কিত মন্তব্য করে ফেলেন কুণাল কামরা। এবার তাঁর নিশানায় খোদ সলমন খান। সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করেন বিতর্কিত চলচ্চিত্র সমালোচক কেআরকে। তাতেই দেখা যায়, সলমনকে রীতিমতো অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছেন জনপ্রিয় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান। মনে করা হচ্ছে ভিডিওটি ‘বিগ বস ওটিটি চলাকালীন। কারণ কুণাল তাতে বলছেন, কীভাবে আম্বানিদের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রতি শনি ও রবিবার সলমন খান নীতি শিক্ষা দেন। নিজের এই বক্তব্যের মাঝেই তিনি ছাপার অযোগ্য ভাষায় বলিউডের সুলতানকে গালিগালাজ করেন। সলমনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আক্রমণ করেন কুণাল। আরবাজ ও সোহেল খানের নাম নিয়েও কটাক্ষ করেন। এই ভিডিও শেয়ার করেই কেআরকে লেখেন, “খবর শোনা যাচ্ছে কুণাল কামরার বিরুদ্ধে সলমন খানকে হেনস্তার মামলা হতে চলেছে। কুণাল তো শুধু রসিকতা করছেন, এতে তো সলমনের রেগে যাওয়া উচিত নয় তাই না! ভিডিওটা দেখুন।” কেআরকের এই টুইটের জবাবেই কুণাল লেখেন, “আমি উড়ন্ত পাখি নই বা স্থির ফুটপাত নই আর আমি নিজের রসিকতার জন্য ক্ষমাও চাই না।” প্রসঙ্গত, ‘রাধে’ সিনেমার খারাপ রিভিউ করে সলমন খানের রোষানলে পড়েছিলেন কেআরকে। ইদে ছবি রিলিজ করে তা দেখার জন্য দর্শকদের কাছে ভিক্ষা চান ভাইজান। এমনই মন্তব্য করেছিলেন তিনি। সলমনের ছবির কিছু মিথ্যে প্রশংসামূলক রিভিউ দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন কেআরকে। তাঁর এই মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়েই নাকি মানহানির মামলা করেছিলেন সলমন। সেই ঘটনার স্মৃতি বোধহয় এখনও কেআরকের মনে টাটকা। আর সেই কারণেই কুণালের ভিডিওটি শেয়ার করেছেন ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে। স্বাভাবিক ভাবেই কমেডির নামে একজন ব্যাক্তি বা তাঁর পরিবার সম্পর্কে এমন কুরুচিকর মন্তব্য করা যায় কি? এটা কি ধরনের বাক স্বাধীনতা আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে।

উত্তম কুমারের পর এবার ফিরছেন সুচিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ উত্তম-সুচিত্রা, এই কিংবদন্তি জুটি দশকের পর দশক দাপিয়ে বেরিয়েছে বড়পর্দায়। সম্প্রতি 'অতি উত্তম'-এর হাত ধরে পর্দায় ফিরেছেন বাংলার মহানায়ক উত্তম কুমার। তার ঠিক কয়েকদিনের মাথায় এবার শহরে ফিরছেন সেই মহানায়কের মহানায়িকা সুচিত্রা সেন। তবে পর্দায় নয়, অন্য রূপে ফিরছেন তিনি। এই খবরে আনন্দিত সুচিত্রাকন্যা মুনমুনও। সুচিত্রা সেন, তাঁর জীবন তিনি নিজের মতো করে সাজিয়েছিলেন। পর্দা এবং তার বাইরের জগৎ তিনি দক্ষতার সঙ্গে সামলে ছিলেন। ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন। বিপরীতে উত্তম কুমারই হোন বা সঞ্জীব কুমার, অশোক কুমার হোন বা দেব আনন্দ বা দিলীপ কুমার, তিনি নিপুণ দক্ষতায় তাঁর চরিত্র গুলোকে আরো বেশি করে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। ফিরিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের দেবী চৌধুরানী এর অফার। নিজের নীতিতে কোনো আপস না করে কাজ করে গেছেন, নিজের ইচ্ছাতেই

আড়ালে চলে যান। আমৃত্যু বাইরের আর কারোর সামনে আসেননি এহেন অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন। ৬ এপ্রিল তাঁর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে কলকাতার আই.সি.সি.আর এর অবনীন্দ্রনাথ গ্যালারিতে হতে চলেছে এক বিশেষ প্রদর্শনী "সুচিত্রা"। এক ঘর ভরা সুচিত্রা সেনের অভিনীত ছবির অরিজিনাল পোস্টার। এই প্রদর্শনীর আয়োজক কলকাতার পোস্টার বয় ভিনটেজ ফিল্ম পোস্টার ও ফিল্ম পাবলিসিটি মেটেরিয়াল কালেক্টর।

বিটাউনে চর্চার বিষয় কৃতীর লাভ লাইফও

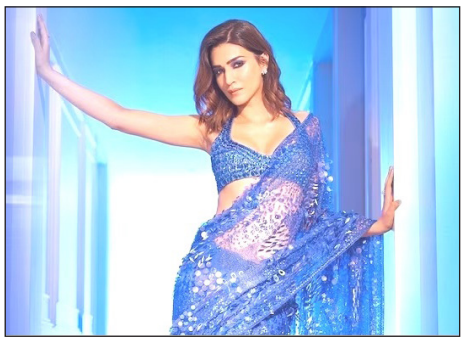

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২ এপ্রিলঃ গত বেশ কয়েকমাস ধরেই বলিউড গুঞ্জনে রয়েছে কৃতী স্যানন নাকি প্রেম করছেন। তাও আবার প্রেমিকের বয়স কৃতীর থেকে ৯ বছর কম! এমনকী, মাঝে মধ্যে কৃতী ও তাঁর প্রেমিককে এদিক-ওদিকও দেখা যাচ্ছে। তা কাকে অবশেষে মন দিলেন কৃতী? গুঞ্জন বলছে, লন্ডনের ব্যবসায়ী কবীর বাহিয়ার প্রেমেই একেবারে লাট্টু কৃতী। এই কবীরের সঙ্গে দেখা করতেই নাকি মাঝে মধ্যেই লন্ডনে উড়ে যান তিনি। জানা গিয়েছে, বোন নূপুর স্যাননের হাত ধরেই কবীরের সঙ্গে পরিচয় কৃতীর। তার পর বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। কয়েকদিন আগে ভাইরাল হয়েছিল কৃতী ও কবীরের হাত ধরে ঘুরে বেড়ানোর ছবিও। সূত্র বলছে, এই কবীর বাহিয়া ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি ও হার্দিক পাণ্ডিয়ার খুব কাছের বন্ধু। তাই ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট খেলাতেও পারদর্শী কবীর। সূত্র বলছে, এবার হোলি কবীরের সঙ্গেই নাকি কাটিয়েছেন কৃতী। সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি শেয়ারও করেছেন অভিনেত্রী। গত বছরে গুঞ্জনে শোনা গিয়েছিল দক্ষিণী তারকা প্রভাসের সঙ্গে নাকি জমিয়ে প্রেম করছেন বলিউড সুন্দরী কৃতী স্যানন। এমনকী, সেই প্রেম গুঞ্জনের কারণেই ‘আদিপুরুষ’ ছবিতে জুটি বেঁধে ছিলেন কৃতী ও প্রভাস। তবে নতুন খবর হল, প্রভাসের সঙ্গে নাকি প্রেম ভেঙেছে কৃতীর। প্রকাশ্যেই কৃতী জানিয়েছেন তিনি একেবারেই সিঙ্গল! কোনও প্রেমিক নেই তাঁর জীবনে। বলিউডে পা দেওয়া পর পরই জ্যাকি শ্রফের ছেলে টাইগার শ্রফের সঙ্গে নাম জুড়েছিল কৃতী স্যাননের। একসময় সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গেও প্রেমের বন্ধনে যুক্ত ছিলেন কৃতী। তবে কৃতীর মতে আপাতত তিনি সিঙ্গল। তাঁর কাছে কেরিয়ারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রেমের কোনও সুযোগই নেই।